অরূপ চন্দ্র

বশীকরণ

লোকটির আসল ব্যবসা ছাতা সারানো নয়
হারিয়ে - যাওয়া চাবি তৈরী করেও
পেট চলেনা ওর----
চোরদের জুলুম লেগেই থাকে
সবখোল চাবির বায়নাক্কায়
অশান্তি আর বিরক্তিতে সূর্য ডোবে।

তার জামাটা অতি বৃদ্ধের রঙ চটা
ছাতার মত বিবর্ণ, তালিমারা
ঝোড়ো হাওয়ায় ছিন্ন ভিন্ন গাছ
বিধবস্ত কুটির ও কিশোরী---

লোকটির আসল ব্যবসা ছাতা সারানো নয়
চাবি তৈরীও নয়---
ওর পেশা আসলে ওষুধ বিক্রি
তাবিজ ও তরজা গাওয়া----
বশীকরণ ওষুধ ঃ স্বামী বশ হবে
স্ত্রী বশ হবে
লোকটা হাসে----
এই ওষুধ দিয়েছিল একদিন রাজা ও রাণীকে
তবু রাণী চক্রান্ত করে মন্ত্রীর সাথে
আবেশে বিবশ গণতন্ত্রী
বিরোধীরা উচ্ছিষ্ট চাটে
লোকটা হাসে----

রচনাকাল ঃ ২৯ - ০৫ - ৮৫
প্রকাশিত ঃ সময় - এ

বর্ষা - ১

বাতাস আর বৃষ্টির এই চন্ড হিংস্রতায়
ধবস্ত কুটির, উড়ে গেছে চাল ও চিত্র
কোথায় কে জানে।

ধবংস স্তুপের থেকে উঠে আসছে হাড়
বদ্ধ ঘরের মধ্যেও বোঝা গেছে
দেওয়ালের ওপর দাপাচ্ছে বাতাস
বিউগলের মতো বেজে চলছে ভেন্টিলেটার
একটানা।

আতংককে বশে রেখে ঝাঁপিয়ে উঠছে ক্রোধ ----
আর এই পর্বে মানুষেরা সবহারিয়ে
খুলে ফেলছে আদিম পোষাক
রীতি ও অভ্যাস।

সম্রাট ও নর্ত্তকী

তোমার কবরের ওপর ধানের রোয়া বুনবো
এই প্রশ্নে ঘটে যায় বিচ্ছেদ
ভ্রু কুঁচকে চলে যায় বান্ধবী
আগুন লাগে সংসারে
অরণ্যে নামে জমাট আঁধার
কান্ড- চ্যুত শাখা প্রশাখা
তবু গর্জন থামে না মহানদীর
দ্রিমি দ্রিমি মাদলের তাল

তারপর একদিন
কামানের গোলার সামনে সবাই
আমরা সবাই
পাহাড়ে বরফ গলে
নদীবক্ষ নিটোল
নিটোল নিটোল
উথালপাথাল
ক্ষেতের স্বর্ণশীষ লুঠ হয়
চুরি যায় জীবনের মধুমাস
যে বান্ধবী গিয়েছিল দূরে
সেও আসে ফিরে
তখন মধুমাস নয়
হেমন্তর সন্ধ্যা
গ্রীষ্মের দাবদাহ
বাতাসে বারুদ
বাতাসে বারুদ

ছন্দে ছন্দে দুলে ওঠে হাতিয়ার
খোলা তলোয়ার
এতদিনে বেজে ওঠে
তোমার পায়ের নূপুর।

রচনাকাল ঃ ডিসেম্বর, ৮৩
প্রকাশিত ঃ বোধি - তে